সতী-কণ্ঠহার

(১ম ভাগ)

"সতীত্ব পরম রত্ন বিধিদত্ত ধন,
ভিখারিণী পেলে রাণী এহেন রতন।"

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়,
বিরচিত।

প্রকাশক,

শ্রীঅমরনাথ মিত্র,

৫৯নং রোকনপুর, ঢাকা।

ঢাকা,

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে
প্রিণ্টার শ্রীসেখ আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ॥০ আট আনা,
এবং
বাঁধান ৷৷৵০ বার আনা মাত্র

উপহার-পৃষ্ঠা।



আমার

....

....

..................................কে

এই গ্রন্থখানি

..........................স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

তারিখ.................. } শ্রী..............................

.... } ....

উৎসর্গ-পত্র।

বঙ্গীয়

কুল-ললনাগণের

সুকোমল করে

এই

সতী-কণ্ঠহার

অর্পিত

হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।



ভারতের অমূল্য ও অক্ষয় রত্ন-ভাণ্ডার হইতে, কএকটি রত্ন সংগ্রহ করিয়া, এই হার গাঁথা হইয়াছে। এই সঙ্গে ভিন্ন দেশীয় তিনটি প্রাচীন রত্নও সংযোজিত করা হইল। হারের গাঁথনি সুনিপুণ হাতের না হইলেও, রত্নগুলি যে প্রকৃতই মহামূল্যবান্, তাহা বোধ হয় সকলেরই স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ, সুনিপুণ হাতে এই হার গাঁথা হইলে, রত্নগুলির সৌন্দর্য্য যে বিশেষ বর্দ্ধিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ হারে বঙ্গ-ললনাদের কিঞ্চিন্মাত্রও যদি হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমি নিজে দেখিয়া, প্রুফ শোধন করিয়া, গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারি নাই। সুতরাং, গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রণের ভুল থাকিতে পারে। সহৃদয়া পাঠিকাগণ এ অনিবার্য্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

কালীগঞ্জ (ঢাকা)
১৮ই আশ্বিন—১৩১৭

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

সতী-কণ্ঠহার

সতী ।

দেব দেব মহাদেব কৈলাসের পতি,
তাঁর জায়া দক্ষসুতা সতী ভগবতী ।
বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞ দেখিবার তরে,
প্রজাপতি দক্ষ গেলা হরিষ অন্তরে ।
ব্রহ্মপুত্র দক্ষরাজে হেরিয়া সবায়,
সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল সভায় ।
দক্ষের জামাতা শিব সে সভায় থাকি,
বন্দনাদি না করিলা শ্বশুরেরে দেখি' ।
আপন আসনে বসি' র'লা আশুতোষ,
তা' দেখি' দক্ষের তবে হ'ল বড় রোষ
পুত্র আর জামাতায় নাহিক প্রভেদ,
সে জামাতা অপমানে হ'ল বড় খেদ ।

রোষে-দুঃখে দক্ষরাজা সবার সাক্ষাতে,
ভৎ'সনা করিল শিবে সভার মাঝেতে।
অবশেষে ক্রোধভরে দক্ষ-প্রজাপতি,
বাহিরিল সভাস্থল ত্যজি' দ্রুতগতি।
ইহা হ'তে দক্ষ শিব দোঁহার মনেতে,
পরস্পর ঘৃণা-দ্বেষ লাগিল জন্মিতে।
কতদিনে দক্ষরাজা মহা আড়ম্বরে,
আরম্ভিল বৃহস্পতি-যজ্ঞ করিবারে।
যত যত জীব আছে এই ত্রিভুবনে,
সকলের নিমন্ত্রণ হল যজ্ঞ-স্থানে।
একমাত্র শিব আর পরিজন তাঁ'র
পড়িলেন বাদ সেই যজ্ঞ দেখিবার।
শঙ্কর রহিত যজ্ঞ দক্ষ আরম্ভিল,
ক্রমে ক্রমে এই কথা কৈলাসে পৌঁছিল।
পিতৃগৃহে মহোৎসব—জানি ইহা সতী,
মাগিলা যাইতে তথা পতি-অনুমতি।
কহিলেন মহাদেব—"দক্ষসনে মোর
বিরোধ-বিদ্বেষভাব বাঁধিয়াছে ঘোর;

এ সময় গেলে তথা না পা'বে আদর,
স্বামিবাক্য করিওনা কভু হতাদর।"
কিন্তু স্ত্রী-স্বভাব সদা বিদিত জগতে,
নাহি মানে কোন বাধা পিত্রালয় যেতে
চলিলা শিবানী তবে পিতার ভবনে.
বিধির বিধান-বাধ্য সবাই ভুবনে।
উতরিয়া কাত্যায়নী পিতার সদনে,
বন্দিলা পিতার পদ অতি সযতনে।
আদরের কন্যা গৌরী দক্ষ-ভূপতির,
তা'র পানে না চাহিলা দক্ষ তুলি' শির।
দেখিলা ভবানী যজ্ঞে শিব-অংশ যত,
সকলই একে একে হয়েছে বর্জ্জিত।
শিব-বিরহিত যজ্ঞ পিতা করিয়াছে—
বুঝিতে র'লনা বাকী শিবানীর কাছে।
কতক্ষণে দক্ষরাজা তুলিয়া বদন,
সম্বোধিয়া ভবানীরে কহিলা বচন ঃ—
"আমার যজ্ঞেতে, সতি ব্রহ্মাণ্ডের জীব
হইয়াছে নিমন্ত্রিত নাহি শুধু শিব।

নিমন্ত্রণ বিনা তুই নিয়ে শিব-চরে,
কেমনে আইলি হেথা ঘৃণা, লজ্জা ছে'ড়ে ?
অপদার্থ শিব-করে সমর্পিয়া তোরে,
অনুতাপে দহে দেহ, আছি প্রাণে ম'রে।
শ্মশানে শ্মশানে ফিরে, মদ্য পান করে,
হাড় গলে, ভস্ম গায়ে, জটা তা'র শিরে—
এমন অসভ্য ভবে কে দেখেছে আর,
সে কি কভু তুল্য হয় দক্ষ-জামাতার ?"—
এইরূপে দক্ষরাজা অজস্র ভাবেতে
লাগিলা সভার মাঝে শিবেরে নিন্দিতে।
পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতীর
বাহিরিল দর্ দর্ নয়নের নীর।
স্বামীর নিষেধ বাক্য স্মরিয়া মনেতে,
আপনার মনে সতী লাগিলা কহিতে—
"নিতান্ত পাপিনী আমি, তাই না শুনিয়া
পতির নিষেধ বাক্য আইনু চলিয়া।
লঙ্ঘিলে পতির বাক্য হয় যে দুর্গতি
চির-সাক্ষী তা'র ভবে র'ল এই সতী।"

এইরূপে অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে সতী
আরম্ভিলা কহিবারে জনকের প্রতি ঃ—
"ক্ষান্ত হও পিতঃ আর বৃথা বাক্য-বাণে,
দিওনা বেদনা তব সন্তানের প্রাণে।
সতীর সর্ব্বস্ব স্বামী এ মহীমণ্ডলে,
স্বামীময়-প্রাণ সতী ধরে চিরকালে।
নির্গুণ কুরূপ যদি হয় পতি ভবে,
তবু সতী দেবতুল্য তাঁহাকেই ভাবে।
যাগ, যোগ, দান, ধর্ম্ম, বৃথা রত্ন-ধন,
পতিধ্যান, পতিসেবা—সতী প্রয়োজন।
পতি ধর্ম্ম, পতি স্বর্গ, পতি ধন-জন,
পতি বিনা সতী কিছু না করে কামন।
পতি-নিন্দা যদি পশে সতীর শ্রবণে,
কাণে হাত দিয়ে সতী ত্যজিবে সে স্থানে।
হায়, আমি পিতৃমুখে পতি-নিন্দা শু'নে,
এখনও বহিতেছি এ পাপ পরাণে ?
জগতের সতীগণ রহ সাক্ষী সবে,
সতী-ধর্ম্মচ্যুত যেন নাহি হই ভবে।

পতি-নিন্দা শুনি' দেহ হ'ল কলুষিত,
তাই এই দেহত্যাগ হয় যে উচিত।
এতেক কহিয়ে সতী শ্বাস রোধ ক'রে,
যোগাসনে বসিলা সে সভার মাঝারে।
পতির চরণ দু'টি ভাবিতে ভাবিতে,
ত্যজিলা পরাণ সতী আপন ইচ্ছাতে।
পতি-নিন্দা শুনি' সতী ত্যজিলা পরাণ,
জগত ভরিয়া নিত্য হইছে এ গান।
বামাগণে সতী-ধর্ম্ম শিখা'তে ধরায়
আপনার দেহ গৌরী ত্যজিলা হেলায়।
শুধু পতি-নিন্দা শুনি' দিলা সতী প্রাণ,
এ হ'তে সতীর ধর্ম্ম কিবা আছে আন ?
এ হেন পবিত্র কথা শুনিলেও নারী
সব পাপ মুক্ত হ'য়ে যায় স্বর্গপুরী।



এতেক কহিয়ে সতী শ্বাস বোধ ক'রে,
যোগাসনে বসিলা সে সভার মাঝারে।
পতির চরণ দু'টী ভাবিতে ভাবিতে,
ত্যাজিলা পরাণ সতী আপন ইচ্ছাতে।

ASUTOSH PRESS, DACCA.

সীতা।

অযোধ্যানগর ধাম,　　রাজা দশরথ নাম,
সূর্য্যবংশ-অবতংস যিনি,
পুত্রসম প্রজাগণ,　　পালিতেন অনুক্ষণ,
সে রাজার ছিল তিন রাণী ;
কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর　পতিব্রতা সুমিত্রার
রূপ-গুণ শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর,
শ্রীরাম কৌশল্যাসুত, লক্ষ্মণ, সুমিত্রাজাত,
ভরত, শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর।
চারি পুত্র ভূপতির,　ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি স্থির,
সকলেই বটে ধনুর্দ্ধর,
জনক রাজার চারি,　কন্যাকে বিবাহ করি,
চারি ভাই করে সুখে ঘর।
জ্যেষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র,　　জগ অকলঙ্ক চন্দ্র,
তাঁ'র ভার্য্যা হন সীতা দেবী,
রূপে-গুণে অনুপমা,　অবতীর্ণা নিজে রমা,
তাঁর গাথা কি গাইবে কবি ?

কত দিনে দশরথ, করিলেন মনোরথ—
জ্যেষ্ঠ রামে দিতে রাজ্যভার,
নাপূরিল মনোসাধ, কৈকেয়ী সাধিল বাদ
রাজ্য মধ্যে হ'ল হাহাকার !
সত্যবদ্ধ রাজা ছিল, তাইতো সুযোগ হ'ল,
কৈকেয়ী মাগিলা দুই বরে—
রাজপদ ভরতের, বনবাস শ্রীরামের,
চতুর্দ্দশ বৎসরের তরে।
পিতৃ সত্য-রক্ষা-আশে, যান রাম বনবাসে,
লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় যায় সনে,
পতিপ্রাণা সীতাধনী, কা'রো বাধা নাহি মানি'
পতি সনে চলিলেন বনে।
রামের বাধায় সীতা, হইলেন বিষাদিতা,
কহিতে লাগিলা ধীরে ধীরে ঃ—
"ছায়া যথা কায়া সনে, তথা সতী পতি সনে,
থাকে সদা এই চরাচরে।
পতি গতি রমণীর, পতি বিনা যে সতীর
বাঁচেনা জীবন ভূমণ্ডলে,

জল বিনা মৎস্যগণ, বল বাঁচে কতক্ষণ?
তাই নাথ, রাখ পদতলে।
স্বামী সনে বনবাস, সতী ভাবে স্বর্গবাস,
অট্টালিকা তুচ্ছ স্বামী ছে'ড়ে,
স্বামী সনে শাকাহার, শ্রেষ্ঠ বটে শতবার,
রাজভোগ হ'তে এ সংসারে।
বনবাসে কষ্ট পা'বে, দাসী তব সঙ্গে র'বে
পূজিবারে ওই পা দু'খানি,
তব মুখ নেহারিলে, সব দুঃখ যা'ব ভুলে
চরণে ঠেলনা গুণমণি!"
সীতা-লক্ষ্মণের সনে গেলা রাম তবে বনে,
কিছুকাল হ'ল গত ধীরে।
লঙ্কার রাবণ রাজা, পরাক্রান্ত মহাতেজা,
সীতার রূপের কথা জে'নে,
শ্রীরামের অগোচরে হ'রে নিল জানকীরে
ভাগ্যফল কে খণ্ডে ভুবনে?
দুরন্ত শত্রুর পুরে, গিয়ে সীতা রক্ষা করে
আপনার সতীত্ব-রতন,

ভয়, প্রলোভনে সীতা, না হইলা পরাভূতা,
পতি-পদ করিত চিন্তন।
হেথা রাম গুণনিধি, বাঁধিয়া সে বারিনিধি
আক্রমিলা স্বর্ণলঙ্কাপুর,
বহুকাল যুদ্ধ করে, বধিলা সে লঙ্কেশ্বরে,
জানকীরে করিলা উদ্ধার।
সীতা রাবণের ঘরে, র'ল বহু দিন ভ'রে
তাই রাম হ'লা সন্দিহান,
জানিয়া এ কথা সীতা, মনে হ'য়ে বিষাদিতা
পরীক্ষাতে হ'লা আগুয়ান।
পতি-পদ জপি তুণ্ডে সীতা পশে অগ্নিকুণ্ডে
কি আশ্চর্য্য! সতীত্ব-প্রভাবে,
অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণ প্রায়, দ্বিগুণ উজল কায়,
বাহিরিল সীতা, দেখে সবে।
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ডবাসী, মুগ্ধ হ'ল রামশশী,
আদরে সীতারে নিয়ে গেল,
মনোসুখে অযোধ্যায়, পুনঃ সবে ফিরে যায়,
রামচন্দ্র এবে রাজা হ'ল।



ভয়-প্রলোভনে সীতা, না হইলা পরাভূতা,
পতিপদ করিত চিন্তন।

সীতা হ'ল রাজরাণী, লোকে করে কাণাকাণি,
সন্দিহান চরিত্রে সীতার,
রামচন্দ্র তাহা শু'নে, সীতারে পাঠা'ল বনে,
পঞ্চমাস গর্ভ ছিল তা'র।
বনে গিয়ে তবু সতী, রামপদে রাখে মতি,
বলে "তাঁর কোন দোষ নাই,
জন্ম জন্মান্তরে যেন, ভাগ্যফলে পুনঃ পুনঃ,
রামসম পতি-রত্ন পাই।"
বাল্মীকি মুনির বাসে, যাপি'দিন সীতা শেষে,
দুই পুত্র করিলা প্রসব,
পুত্রদ্বয়ে সেই ঋষি, শিক্ষা দিলা অহর্নিশি
নাম রাখে কুশ আর লব।
অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে, পুনঃ ঘরে সীতা নিয়ে
ইচ্ছে রাম করিতে সংসার,
কুলোকে কুকথা কয়, অসহ্য রামের হয়,
দুখে জ্বলে পরাণ সীতার।
জনম ভরিয়া সীতা, প্রতি পদেতে লাঞ্ছিতা,
আর জ্বালা কত সহ্য হয়?

স্মরিয়া প্রাণের পতি, মূর্চ্ছিতা হইলা সতী,
দেহ ছাড়ি' প্রাণ চলে যায়।
অযোধ্যায় হাহাকার ধ্বনি-মুখে সবাকার,
বিনা মেঘে হ'ল বজ্রাঘাত,
সতীত্ব-সৌরভরাশি, ছড়াইয়ে দশ দিশি,
সতী গেল সতীর সাক্ষাৎ।
রাম সনে বনে বনে, রাবণের লঙ্কাধামে,
পরিশেষে নিজে বনবাসে,
কত কষ্ট ভোগে সতী, হইল বা কি দুর্গতি,
দুঃখে জন্ম গেল ভবে এসে !
কিন্তু সতী ক্ষণতরে, দোষে নাই শ্রীরামেরে
সয়ে দুর্ব্বিসহ দুঃখভার,
"জন্ম জন্মান্তরে যেন রাম পতি হন পুনঃ"
এই মাত্র কাম্য ছিল তাঁর।
একাকিনী নারী হ'য়ে, কত জ্বালা কষ্ট স'য়ে
যমতুল্য রাবণের পুরে,
যে ভাবে সতীত্ব ধন, করে সতী সংরক্ষণ,
অপূর্ব্ব তা' এই চরাচরে !

চন্দ্র সূর্য্য যত দিন, আলোকিবে ত্রিভুবন,
তত দিন এই পুণ্য-গান,
গাইবে জগত প্রাণী, 'সীতা ভবে সতীমণি
পূজিবেক নিত্য সতীগণ।



সাবিত্রী।

অশ্বপতি নামে রাজা ছিল এ ভারতে,
বিভুর সাধনা ক'রে, পেলা বহুকাল পরে,
একমাত্র কন্যারত্ন পুণ্যের বলেতে।
সাবিত্রী রাখিলা রাজা সে কন্যার নাম,
শুক্লপক্ষ-চন্দ্র মত, বাড়ে কন্যা অবিরত,
রূপে-গুণে আলো করে নৃপতির ধাম।
দ্যুমৎসেন—অন্ধরাজা অবন্তি-ঈশ্বর,
হারাইয়ে রাজ্য-ধনে, রাণী, পুত্র সত্যবানে
নিয়ে বাস করে দুঃখে বনের ভিতর।
পিতৃ আজ্ঞামত কন্যা সাবিত্রী রতন,
মুগ্ধ হয়ে গুণগ্রামে, যৌবনের উপক্রমে,
সমর্পিলা সত্যবানে নিজ প্রাণ-মন।
কতদিনে অশ্বপতি রাজার ভবনে,
সে নারদ মহাঋষি, উপনীত হ'ল আসি,
অভ্যর্থনা করে রাজা পরম যতনে।

পতি-নির্ব্বাচন কথা শুনি' সাবিত্রীর
কহিল নারদমুনি "এ বিবাহ শ্রেষ্ঠ মানি,
কিন্তু পরিণাম ভাবি' হই হে অস্থির।
আজি হতে বর্ষ পূর্ণ হইবে যে দিন,
জানিয়াছি যোগবলে, অন্যথা না হ'বে কালে,
সত্যবান পরলোকে যাইবে সে দিন।"
একথা শুনিয়া রাজা ডরিলা অন্তরে,
সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে, রাজা-মুনি দোঁহে তা'রে
অন্য বরে বরিবারে কহে বারে বারে।
সাবিত্রী বিনতমুখে কহিলা তখন ঃ—
"এ জগতে রমণীর, একমাত্র পতি স্থির,
অন্যথা না হয় তা'র জানে সর্ব্বজন।
এক পতি বিনা অন্যে করে যে ভাবন,
কুলটা সে ভবে হয়, কদাপি অন্যথা নয়,
অনন্ত নরকে তা'র হয় যে গমন।
এ হৃদয়ে ভাবিয়াছি পতি-সত্যবানে,
কেমনে হে বা এখন, দিয়ে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
পতিত্বে বরণ করি পুনঃ অন্য জনে ?

পর-সঙ্গ দূরে থা'ক পর পুরুষেরে,
শুধু ভাবিলেও মনে, সতী-ধর্ম্মের বিধানে,
বেশ্যা-তুল্য গণ্য নারী হয় এ সংসারে।
সতীত্ব নারীর মাত্র জীবনের সার,
তাহা না থাকিলে পরে, নারী জন্ম লাভ ক'রে
বৃথাই কেবল বহা পাপ-দেহভার!
অসতীর পরকালে শাস্তি ভয়ঙ্কর!—
তপ্ত লৌহময় জন, দেয় অসতী আলিঙ্গন,
লৌহ গদাঘাত করে যমের কিঙ্কর।
শুনিয়া কন্যার কথা মুগ্ধ হ'ল সবে,
ভাবিলা নারদ মুনি, ধন্য হ'ল এ ধরণী,
সাবিত্রী সতীর কীর্ত্তি রাখিবেক ভবে।
শুভদিনে অশ্বপতি তরে সত্যবানে,
সম্প্রদান সাবিত্রীরে, করিলেন সমাদরে,
হর-গৌরী দোঁহে যেন মিলিল ভুবনে।
রাজ-সুখ ত্যজি' তবে আপন ইচ্ছায়,
সাবিত্রী পতির সনে, গমন করিলা বনে,
শ্বশুর, শ্বাশুরা, পতি—সেবিতে সবায়।

সাবিত্রীরে পে'য়ে বধূ দ্যুমৎ রাজার,
বনে হ'ল স্বর্গসুখ, ভুলিল সকল দুখ,
অপার আনন্দ রাজা-রাণী দোঁহাকার।
আইল পূরিয়া সেই এক বর্ষ শেষে,
সাবিত্রী তৎপূর্ব্ব দিনে, স্মরিয়া শ্রীভগবানে,
কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী-ব্রত করে জ্যৈষ্ঠ মাসে।
ক্রমে চতুর্দ্দশী নিশি হইল প্রভাত,
সত্যবান দিনশেষে, গেলা বনে কাষ্ঠ-আশে,
খণ্ডাইতে বিধি-লিপি আছে কার হাত।
সাবিত্রীও চেষ্টা করি পতির সহিতে,
অতি চিন্তাকুল প্রাণে, প্রবেশ করিলা বনে
বিভু আর পতিপদ ভাবিতে ভাবিতে।
অস্ত যায় দিনমণি পশ্চিম গগনে,
সত্যবান কাষ্ঠ-তরে, উঠিয়া বৃক্ষের'পরে
হইল কাতর শিররোগ-আক্রমণে।
বৃক্ষ হতে নামি মূর্চ্ছা গেল সত্যবান,
সাবিত্রী আপন কোলে, লইয়া সে দেহ তুলে,
শুশ্রূষিতে আরম্ভিলা নিজ প্রাণপণ।

সাবিত্রীর সব কথা হইল স্মরণ,
গণিয়া প্রমাদ মনে, ডাকিলা শ্রীভগবানে,
কিন্তু সত্যবান ত্যাগ করিল জীবন।
ঘোর অন্ধকারে সতী পতি-দেহ নিয়ে.
নির্ভয়ে সে বন মাঝে, ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যজে
শোক-বিহ্বলিত চিতে রহিলা বসিয়ে।
সত্যবান-প্রাণ নিতে যত যমচর
এসে দেখে সতী তবে, নিয়ে কোলে পতিদেবে
নির্ভয়ে বসিয়ে আছে বনের ভিতর।
সতী-অঙ্গতেজ হেরে যমের কিঙ্কর,
ত্রাসিত অন্তরে সবে, ছাড়ি যায় বন তবে.
পরশিতে সতী-অঙ্গ কাঁপিল অন্তর।
জানিয়ে এ কথা ত্বরা যমরাজা নিজে,
সত্যবান-প্রাণ নিতে, সাবিত্রীর সম্মুখেতে
উপনীত হল আসি সেই বন মাঝে।
যম কহে—"কাল পূর্ণ পতির তোমার
ছাড় সতি, দেহ তার, কেন বাদ সাধ আর ?
বিধির বিধানে-বদ্ধ জান এসংসার।"



কহিলা সাবিত্রী তবে—"শোন ধর্ম্মরাজ,
ঘর-বাড়ী বা সংসার, যত কিছু আছে তার,
জান নাকি সব মোর ফুরায়েছে আজ ?

ছাড়ে সতী পতি-দেহ যমের বিনয়ে,
সত্যবান-সূক্ষ্ম-প্রাণ, নিয়ে যম চলে যান
সাবিত্রী পশ্চাতে তাঁর চলিলেক ধেয়ে
বিস্ময়ে কৃতান্ত তবে কহে সাবিত্রীরে,—
"সংসারের এই গতি, তাহা কি জাননা সতি ?
কেন মিছে আসিতেছ? যাও ফিরে ঘরে।"
কহিলা সাবিত্রী তবে—"শোন ধর্ম্মরাজ,
ঘর, বাড়ী বা সংসার, যত কিছু আছে আর,
জান না কি সব মোর ফুরায়েছে আজ ?
সংসার অসার দেব, জানি আমি সব,
পতি, পুত্র, ভাই, বোন্, কেহ প্রভু কারো ন'ন,
স্বপনের খেলামাত্র খেলে ভবে জীব।"
এইরূপে আধ্যাত্মিক বহু সম্ভাষণ,
কৈল সতী যম সনে, নির্ভয়ে সরল মনে,
সন্তুষ্ট হইয়া যম কহিলা তখন :—
"ধন্যা তুমি সতী-রত্ন এই ত্রিভুবনে !
তোমার পরশে দেবি, পুত হ'ল এ পৃথিবী,
মাগ সতি বর বিনা সত্যবান-প্রাণে।

সকল ছাড়িয়া সতী প্রথমেই আগে,
"শ্বশুরের অন্ধনেত্র, হয় যেন সুস্থনেত্র,
পুনঃ তাঁ'র রাজ্যলাভ"—দুই বর মাগে!
পুনঃ ধনী যাচে ক্রমে তৃতীয়তঃ বর—
"পুত্রাভাবে পিতা মোর, যাপে দিন দুঃখে ঘোর,
পিতারে পুত্রের বর দাও ধর্ম্মেশ্বর।"
তিন বর লভি' সতী পুনঃ যমাদেশে
মাগে বর মনোমত,— নিজ গর্ভে পুত্র শত
হয় যেন জন্ম সত্যবানের ঔরসে।
এই বার যমরাজ হ'ল পরাজিত,
ঠেকিয়া সতীর পাশে, "তথাস্তু" বলিল শেষে,
মৃত সত্যবান তবে হইল জীবিত।
অদ্ভূত ক্ষমতা হেরি' যম সাবিত্রীর
আশীসিলা পুনঃ তা'রে, কহিলা স্নেহের ভরে
"ধন্যা তুমি সতীকুলে এই অবনীর।"
নিশাশেষে বন হ'তে লয়ে পতিধন,
মনের হরষে সতী, পোহাইতে কালরাতি
শ্বশুর-শাশুড়ী-পদ করিলা বন্দন।

অপূর্ব্ব সতীর কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডে রটিল,
সতীর ক্ষমতা-গুণে, মৃত পতি বাঁচে প্রাণে,
সতী-সাবিত্রীর নামে ধন্য রব হ'ল।
সাবিত্রীর পুণ্যকথা যদি ভক্তিভরে,
শোনে নারী বার বার, পাপ-তাপ ঘোচে তার
অনায়াসে যেতে পারে সেই স্বর্গপুরে



দময়ন্তী।

নিষধের অধিপতি বীরসেন সুত,
নল নামে মহীপাল বিখ্যাত ভারতে,
দেবরাজ ইন্দ্র যেন নিজে আবির্ভূত,
স্বর্গ ছাড়ি, নলরূপে এই পৃথিবীতে।
বিদর্ভ নগরে রাজা ভীম ভীমসেন,
প্রতাপে তাঁহার কাঁপে এই চরাচর,
কিন্তু নিঃসন্তান রাজা, তাই সদা মন
রহে বিষাদিত, নাহি কোন কষ্ট আর।
দমন নামেতে মুনি তবে কতদিনে,
দৈববশে বিদর্ভেতে কৈলা পদার্পণ,
মুনিরে পূজিলা রাজা ভক্তিভরা প্রাণে,
তাঁহার বরেতে লভে তনয়া-রতন।
দময়ন্তী নামে সেই রাজার কুমারী,
শশিকলা সম বাড়ে ক্রমে দিনে দিনে,
রূপে আলোকিত সেই ভীমসেন-পুরী,
আনন্দ-সাগরে রাজা ভাসে মনে মনে।

ক্রমে স্বয়ম্বরা হ'ল দময়ন্তী সতী,
স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্ত্যরাজগণ,
দময়ন্তীরূপে মোহি'সবে দ্রুতগতি,
বিদর্ভ-নগরে তবে করিলা গমন।
লাজে হেঁটমুখী, নিয়ে করে বরমালা
দময়ন্তী সভাস্থলে করিলা গমন,
দেবতা গন্ধর্ব্ব সবে ক'রি অবহেলা
নলরাজে ভীমসুতা করিলা বরণ।
দেবতার মাঝে কলি-দ্বাপর দু'জন,
দময়ন্তী লাভে হ'য়ে ব্যর্থ মনোরথ,
প্রতিহিংসা সাধিবারে করিল মনন,
তারতরে দুই দেবে করিল শপথ।
দময়ন্তী সনে নিজ রাজ্যের ভিতর;
মহাসুখে নলরাজা যাপে কিছুকাল ;
কলির যুক্তিতে নল-সোদর পুষ্কর,
বিপক্ষ হইয়ে ক্রমে ঘটায় জঞ্জাল।
পাশা খেলি' রাজা নল পুষ্করের সনে,
রাজ্য, ধন, গজ, অশ্ব হারাইলা হায় !

অবশেষে নরনাথ চলিলেন বনে,
পতিপ্রাণা দময়ন্তী পাছে পাছে ধায়।
রাজকন্যা, রাজরাণী দম'ন্তীরে নল
বনবাস মহাকষ্টে নিবারে যাইতে ;
কহে সতী পতিপ্রতি—আঁখি ছল ছল—
"কেন হেন ভাষ প্রভো, না পারি বুঝিতে।
"যেভাবে যেখানে পতি কাটাইবে কাল,
সেভাবে সেখানে সতী র'বে পতিসনে ;
ইহাই সতীর ধর্ম্ম আছে চিরকাল,
তবে কেন প্রাণে ব্যথা দেও জেনে-শু'নে ?
"পতিসনে বনবাস—স্বর্গবাস সম,
পতি বিনা অট্টালিকা—কাঁটাবন প্রায় ;
যথা তুমি র'বে নাথ, তথা সুখ মম,
দাসীরে কখনো প্রভো, ঠেলিওনা পায়।"
অনাহারে রাজা-রাণী ঘোরে বনে হায় !
পক্ষী ধরিবারে নল নিক্ষেপে বসন,
পক্ষিরূপী কলি বস্ত্র লইয়ে পলায় ;
ভাগ্যবিপর্য্যয় হ'লে ঘটেই এমন !

পুনঃ কহে নলরাজা দময়ন্তী প্রতি,
"ওই পথ গি'ছে চলি' বিদর্ভনগরে
কেন হতভাগ্য তরে পাও কষ্ট সতি,
যাও তবে পিতৃগৃহে থাকিবে আদরে।"
ব্যথিত হইয়া পুনঃ ভীমের নন্দিনী
কহিলা কাতরে ঃ—"নাথ, নাকহ এমন,
বিদরে হৃদয় মম তব বাক্য শুনি'
পতি বিনা সতী শান্তি পায় কি কখন ?
"পিতৃগৃহে মাতাপিতা আদরে আমার,
হ'বে কি কখনো শান্তি ওহে প্রাণধন ?
পতি বিনা রমণীর জগত আঁধার,
পিতৃগৃহ কেন হ'বে সুখের ভবন ?
তবে সতী প্রাণপতি বস্ত্রহীন বলি'
নিজ-বস্ত্র অর্দ্ধভাগ পরা'ল পতিরে,
যেন পতি ফাকী দিয়ে নাহি যায় চলি'
সে ঘোর কানন মাঝে ফেলিয়া সতীরে।
অনাহারে পথশ্রমে অবসন্ন কায়,
দময়ন্তী পতিহস্তে রাখি' শিরোদেশ,

কতক্ষণে বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা যায়,
দুর্ব্বুদ্ধি নলের মনে জাগিল বিশেষ—
"পতিপ্রাণা সতী কষ্ট পায় মম তরে,
আমি যদি চলে যাই ফেলিয়ে কাননে
অবশ্য যাইবে সতী বিদর্ভ নগরে,"—
ভাবিলেন নলরাজা হেন মনে মনে।
এক বস্ত্র পরিহিত ছিল দুই জন,
ছিন্ন করি বস্ত্র-অর্দ্ধ গেল চলি' নল ;
কতক্ষণে দময়ন্তী পাইয়ে চেতন,
না হেরি' পতিরে হ'ল শোকেতে বিহ্বল।
পতি-অন্বেষণে সতী পাগলিনী মত,
ছুটিছেন বনমাঝে নির্ভয় অন্তরে ;
অকস্মাৎ অজগর হইল উদ্যত,
সুকোমল দম'ন্তীরে গ্রাসিবার তরে।
বিধির দয়ায় জীব বাঁচে চিরকাল—
দৈববশে ব্যাধ এক হ'য়ে উপনীত,
বধিল সে ভয়ঙ্কর অজগর কাল,
অসহায় নারী-প্রাণ হইল রক্ষিত।



নল-দময়ন্তী

না হেরি পতিরে হ'ল শোকেতে বিহ্বল

কিন্তু ব্যাধ দময়ন্তী রূপরাশি হেরি'
মুগ্ধ হ'য়ে চাহে অঙ্গ করিতে পরশ,
অজগরাধিক শত্রু হ'ল সে শিকারি,
ক্রোধে কাঁপে সতী-অঙ্গ, ফেলে ঘনশ্বাস।
বলে রোষে দময়ন্তী—"যদি সতী হই,
এ জীবনে নল বিনা অন্য কোন জনে
যদি না ভাবিয়া থাকি, শোন্ পাপী কই—
পাপের প্রা'শ্চিত্ত ধ্রুব করিবি এক্ষণে।"
ধন্য সতীত্বের বল, ধন্য সতীতেজঃ!
পরশিতে সতী-অঙ্গ ব্যাধ পাপাচার
দহি' যেন দাব-দাহে হইল নিস্তেজ,
অবশেষে ত্যজিল সে পাপ দেহভার।
তবে উন্মাদিনী ঘোরে পতি অন্বেষণে,
"হা-নাথ হা-নাথ" করি' কানন-মাঝার;
বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষী সকলের স্থানে
জিজ্ঞাসে দম'ন্তী নিজ স্বামি-সমাচার!
কত দিনে বন দিয়া বণিকের দল,
বাণিজ্য-কারণে যায় সুবাহুনগর,

পাগলিনী স্বামি-বার্ত্তা কত জিজ্ঞাসিল,
অবশেষে সঙ্গে চলে, ছাড়ি' বন ঘোর।
ধূলি-কাদা মাখা অঙ্গ পরা ছিন্ন বাস,
পতিতরে উন্মাদিনী দময়ন্তী ধনী,
পাগলিনী বলি' সবে করে পরিহাস,
হেরি' দয়াদ্রব হ'ল সুবাহু-জননী!
দময়ন্তীরে দিলা স্থান সুবাহুর মাতা।
বিদর্ভ নগর হ'তে তবে দ্বিজবর
তাঁহারে খুজিতে হ'ল উপনীত সেথা,
সতীরে বুঝা'য়ে নিল ভীমসেন ঘর।
হেথা নলরাজা প'ড়ে কলির বিপাকে ;
নানা কষ্টে ঘোরে সদা কানন-মাঝেতে,
কর্কটনামেতে নাগ দংশিল তাঁহাকে,
বিকৃতাঙ্গ হ'ল নল বিষের জ্বালাতে।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যা নগরে,
কিছু দিনে নল হ'ল সারথী তাঁহার ;
বিকৃতাঙ্গ নলে নৃপ চিনিতে না পারে,
সন্দেহ রহিল কিন্তু অন্তরে রাজার।

সেথা রাজা ভীমসেন নলের কারণে,
নানা জনে পাঠাইলা দেশ-দেশান্তর,
সকলেই এল ফি'রে অতি ক্ষুণ্ণ মনে,
ভীমসেন হ'ল বড় ব্যথিত অন্তর !
করি যুক্তি ভীমসেন তবে কত দিনে,
"দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হইবেক পুনঃ—"
ঘোষিল এ সমাচার যত যত স্থানে,
শুনি' নল অযোধ্যাতে হ'ল ক্ষুণ্ণমন।
ঋতুপর্ণ রাজাসনে সারথীর বেশে,
সয়ম্বরে যান নল চিন্তাকুলচিতে ;
উতরিয়া তবে নিজ শ্বশুরের দেশে
করে চেষ্টা নলরাজা রহস্য ভেদিতে।
ক্রমে নল-পরিচয় পাইল সকলে,
দময়ন্তী সনে পুনঃ হইল মিলন,
পূরিল বিদর্ভ দেশ আনন্দের রোলে,
স্বয়ম্বর মিথ্যা সবে বুঝিল তখন।
পতিপ্রাণা সতী পুনঃ পেল পতিধন,
পতিভক্তি দময়ন্তীর আদর্শ জগতে।

"ধন্য সতী দময়ন্তী" গাইল ভুবন,
সতীর অক্ষয়-কীর্ত্তি রহিল ভারতে।

——)০(——

শৈব্যা।

অযোধ্যাতে ধর্ম্মশীল হরিশ্চন্দ্র নামে,
ছিল রাজা পুরাকালে এই মর্ত্ত্যভুমে।
সোমদত্তরাজকন্যা শৈব্যা নামে মহাধন্যা,
ছিল সেই হরিশ্চন্দ্র রাজার মহিষী,
রুহিদাস নামে পুত্র রূপে যেন শশী।
দানশীল বলি' রাজা এই ত্রিভুবনে,
একটু গর্ব্বিত ছিল আপনার মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি-রোষে, পড়ি' রাজা দৈববশে,
আপনার রাজ্য সব করিলেন দান,
গর্ব্ব খর্ব্ব করিবারে মুনির সন্ধান।

রাজ্যদান ল'য়ে মুনি চাহিল দক্ষিণা,
সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা করিল প্রার্থনা ;
রাজধনাগার হ'তে, চাহে রাজা মুদ্রা দিতে,
কহে মুনি রোষে ঃ—"রাজ্য করিয়াছ দান,
কোষাগারে অধিকার নাহি তব আন।"
নিজরাজ্যে নাহি কিছু রাজার এখন,
কাশীধামে যেতে তাই করিল মনন,
জায়া-পুত্র সঙ্গে করে, রাজা তবে যাত্রা করে,
পথ আগুলিয়া মুনি চাহিল দক্ষিণা,
রাজা করে সপ্ত দিন সময়-প্রার্থনা।
না শোনে বারণ মুনি, গর্জ্জে রোষভরে ;
তবে হরিশ্চন্দ্রে শৈব্যা কহে সকাতরে—
"শোন প্রিয়তম স্বামী, চিরদাসী তব আমি
দাসীর বক্তব্য যাহা করহ শ্রবণ,
অবলা বলিয়া ঘৃণা করোনা রাজন্।
"স্বামী-সহধর্ম্মিনী স্ত্রী এই ধরাতলে,
পতি-ধর্ম্ম পালিবেক সতী ভূমণ্ডলে,
এই তো সতীর ধর্ম্ম, এই তো সতীর কর্ম্ম,

পতি তরে মাত্র সতী বহে দেহ ভার,
পতি স্বর্গ, পতি ধর্ম্ম, পতি সব তা'র।
"প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ আজি তুমি হে রাজন্,
অন্যথা করিলে হ'বে পাপে নিমগন,
সতীর কর্ত্তব্য যাহা, দেও করিবারে তাহা—
বিক্রয় করিয়া মোর এই দেহ ছার,
হও সমুত্তীর্ণ এবে প্রতিজ্ঞা-পাথার।"
স্তম্ভিত হইল ধরা সতী-বাক্য শুনি
স্তম্ভিত হইল মনে বিশ্বামিত্র মুনি!
বলে মুনি মনে মনে, "দুঃখ কোথা এ ভুবনে,
হেন সতী-কুল-মণি যথা শোভা পায়,
চির শান্তি, স্বর্গসুখ, বিরাজে তথায়।"
রাজা হরিশ্চন্দ্র শুনি শৈব্যার বচন.
বক্ষোপরে করাঘাত করে ঘন ঘন.
বলে—"ভাগ্যে এই ছিল, ইহাও শুনিতে হ'ল,
হায়, সতীধর্ম্ম কি গো এতই কঠিন,
পতি-বুকে হানে শেল হয়ে দয়াহীন?"
প্রতি বাক্যে রোষে মুনি চাহে সাপ দিতে,

প্রবোধিছে শৈব্যা নৃপে নিজ সাধ্যমতে ;
বাধ্য হয়ে নানা দায়, অবশেষে দিলা সায়.
পত্নী-বিক্রয়ের তরে গেলা রাজা হাটে,
"দাসী নেবে" বলি হাকে সবার নিকটে।
পুত্রসহ পত্নী রাজা করিল বিক্রয়,
কিন্তু সেই অর্থে ঋণ শোধ নাহি হয়,
তাই রাজা আপনারে, চণ্ডালে বিক্রয় ক'রে,
মুনির দক্ষিণা-শোধ করিয়া কাটায়—
কাশীতে ডোমের বেশে চিতায় চিতায়।
হেথা শৈব্যা পতি-পদ ভাবি' মনে মনে,
দাসী হ'য়ে যাপে কাল ব্রাহ্মণ-ভবনে ;
হায় দৈবদুর্ব্বিপাকে, রুহিদাস ছাড়ি' মাকে,
সর্পাঘাতে পরলোকে করিল গমন ;
অদৃষ্টের লিপি কেবা করিবে খণ্ডন ?
পাগলিনী-বেশে সতী পুত্র-দেহ নিয়ে
কাশীর শ্মশানঘাটে চলিলেন ধেয়ে,
হরিশ্চন্দ্র সেথা ছিল, ক্রমে পরিচয় হ'ল,
শোকেতে চিৎকার করে উভয়ে তখন,

শোকের সাগরে দোঁহে হইল মগন।
তবে ধর্ম্ম-কৃপাবলে পুত্র পায় প্রাণ,
বিশ্বামিত্র মুনি করে রাজ্য প্রতিদান,
জায়া-পুত্র সহ রাজা, পে'লা রাজ্য মহাতেজা,
শৈব্যার কীরতি ঘোষে সমস্ত ধরায়,
"সতীর আদর্শ শৈব্যা"—সকলেতে গায়।

—ঃ-০-ঃ—

চিন্তাদেবী।

—০—

শ্রীবৎস নামেতে,
পূরব কালেতে
ছিল এ ভারতে,
ধার্ম্মিক রাজা;
দুষ্টের দমন,
শিষ্টের পালন,
করি অনুক্ষণ—
শাসিত প্রজা।

চিন্তা নামে রাণী,
রূপ-গুণ-খনি,
সতী-কুল-মণি,
ছিল যে তাঁর;
চিন্তা রাণী-গুণে,
চিন্তা কোন মনে,
কভু নিশি-দিনে
ছিলনা আর।
তবে দৈববশে
কত দিন শেষে,
প'ড়ে শনি-রোষে
শ্রীবৎস রাজা;
ত্যজি রাজ্য-ধন
চলিলেন বন,
কঠিন এমন
বিধির সাজা!
পতিপ্রাণা সতী,
চিন্তা গুণবতী,

পতি-পদে মতি
সতত তাঁ'র,
না মানি মানাতে,
পতির সঙ্গেতে,
চলিল পশ্চাতে
কাননে ঘোর।
রাজা সাধ্যমত
বুঝাইল কত,
কিন্তু বাধা শত
সতী না মানে;
খর স্রোতবলে,
ভাঙ্গি বনস্থলে,
নদী যথা চলে
সাগর পানে।
না থাকিলে মণি,
বাঁচে কি ফণিণী?
সতীও তেমনি
পতির তরে;

পতির সঙ্গেতে
নরকেও যেতে,
দ্বিধা নাহি চিতে—
স্বরগ ছেড়ে।
তবে রাজা বনে,
কাঠুরিয়া সনে,
ভুলি দুঃখ মনে
ঘুরিয়া ফিরে ;
কত দিন পর,
এক সদাগর
যায় নৌকাপর,
বাণিজ্যতরে।
নৌকা চড়ে ঠেকে,
পড়িয়ে বিপাকে,
জনৈক গণকে
বণিক ডাকে।
সে গণক বলে,
সতী নারী ছুঁলে,

ভাসিবেক জলে
রবে না ঠেকে।
সাধু স্তুতি করে
যত নারী ধ'রে,
সে তরণী তাঁ'র
ভাসাতে নীরে ;
সব ব্যর্থ হ'ল,
সাধু দৌ'ড়ে গেল,
চিন্তারে সাধিল
বিনয় ক'রে।
স্বামী নাই ঘরে,
চিন্তা ভেবে মরে,
কিন্তু দুঃখ হে'রে
সাধুর ঘোর,
দয়া হ'ল চিতে,
ছোঁয় নৌকা হাতে,
ভাসে তরী তা'তে
নদীর পর।

একে তো রূপসী,
তা'তে গুণরাশি,
তরী' পরে ব'সে
বণিক হেরে;
রূপেতে মজিয়ে,
গেল নৌকা বেয়ে,
চিন্তারে লইয়ে
তরণী পরে।
রূপে ঘটে সব,
তাই সতী স্তব
করে সূর্য্য দেব,
রাখিতে মান;
জরাযুক্ত কায়
তবে সতী হয়,
ক'রে দুঃসময়
ভানুর ধ্যান।
সতী-তেজোবলে
ভাসে নৌকা জলে,

দেব-প্রাণ গলে
সতীর ডাকে,
পূজি' পতি-পদ
সতী নিরাপদ,
সকল বিপদ
উতরে সুখে।
চিন্তারে খুঁজিতে,
মনের দুঃখেতে,
লাগিলা ভ্রমিতে
শ্রীবৎস রাজা ;
পাগলের প্রায়,
ছু'টে ছু'টে যায়,
পেল ভূপ হায়
কত বা সাজা!
কত কাল পরে,
বাহুদেবপুরে
মালিনীর ঘরে,
শ্রীবৎস থাকে,

বাহুদেব-রাজা
হ'ন মহাতেজা,
তাঁহার আত্মজা
বরেণ তাঁকে।
নাম ভদ্রাবতী,
রূপ-গুণবতী,
পূজে সতী পতি
যতন ক'রে,
চিন্তা-অন্বেষণ
করেন রাজন্,
থাকি' কতদিন
শ্বশুর-ঘরে।
কিছু কাল পরে,
পাইল চিন্তারে,
দুইটি পত্নীরে
লইয়া তবে;
সুখে নৃপবর
গেল নিজ ঘর,

হরিষ অন্তর
　　হইল সবে।
চিন্তা-ভদ্রা দোঁহে,
ভগিনীর স্নেহে,
প্রাণপতিগেহে
　　সুখেতে থাকে ;
সে অপূর্ব্ব বাণী,
সকলেই শুনি'
সতীর কাহিনী
　　গাইল লোকে।



গান্ধারী।

ভুবন-বিখ্যাত,
কুরুবংশ-জাত,
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহা বলীয়ান,
দুর্য্যোধন আদি যাঁর শতেক সন্তান।
সেই মহাতেজা,
জন্ম-অন্ধ রাজা,
প্রথম যৌবনে তাঁ'র বিবাহকারণ,
জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম হ'ল চিন্তান্বিত মন :
যদুবংশ-জাত,
সর্ব্বলোক-খ্যাত,
সুবল নামেতে রাজা ভারত মাঝার,
গান্ধারী তাঁহার কন্যা রূপের আধার।
সুবল নৃপতি
দিলেন সম্মতি,
ধৃতরাষ্ট্রে নিজ কন্যা করিবারে দান ;
গান্ধারী পাইল ক্রমে ইহার সন্ধান।

শুভ দিন ক্রমে
সমাগত জে'নে,
গান্ধারী সতীরধর্ম্ম করিতে পালন,
নিজচক্ষু পট্টবস্ত্রে কৈলা আচ্ছাদন।
জন্ম-অন্ধ স্বামী,
সতী ইহা জানি,
ভাবিলা আপন মনে বসিয়া নির্জ্জনে,—
স্বামিভক্তি হ্রাস পাছে হয় অকারণে।
অন্ধনেত্র হেরে,
মনের মাঝারে
কি জানি বা দ্বিধাভাব হয় কোন ক্ষণ,
তাই সতী বস্ত্রে চক্ষু করিলা বন্ধন।
ধৃতরাষ্ট্র-সহ
হইল বিবাহ,
গান্ধারী জনমভরি' নয়ন আবরি'
কাটাইলা কাল তবে দিবা-বিভাবরী।
এক দিনতরে,
নেত্রবাঁধ ছেড়ে

দেখে নাই কভু সতী এ সংসার আর,
পতিব্রতা-ধর্ম্ম ছিল এমনি তাঁহার !
পাণ্ডবের সনে
বিবাদ সাধনে,
কুরুক্ষেত্র মহারণ বাঁধিয়া বিষম,
কুরুবংশ একেবারে হইল নিধন।
শোকেতে কাতর
অন্ধ নৃপবর,
বনবাসে যাত্রা করে ত্যজিয়ে সংসার,
গান্ধারীও চলিলেন সঙ্গেতে তাঁহার।
বনেতে দুঃসহ
হল দাব-দাহ,
মরিলেন অন্ধরাজা সে আগুণে হায় !
পতিসহ মৈল সতী আপন ইচ্ছায়।
পতি-পদে মতি
রাখিত সে সতী,
অন্ধপতি বলি' দ্বিধা ছিলনা কথন,
ভক্তিভরে করিত সে পতির পূজন।

স্বামী র'বে যথা,
সতী র'বে তথা,
এইমাত্র ছিল সার গান্ধারীর ভবে,
হেন সতীকূলরত্ন সদা কি সম্ভবে ?
স্বামি-সুখে সুখ,
স্বামী-দুখে দুখ,
ভাবিত গান্ধারী ইহা জীবন ভরিয়া,
গিয়াছেন সতী তা'র দৃষ্টান্ত রাখিয়া।

বেহুলা।

চম্পক নগরে ছিল বেণে এক
নামে চাঁদ সদাগর,
ধন-ধান্যেভরা সংসার তাঁহার
আছিল সুখের ঘর।
মনসা দেবীর ছিল শিবাদেশ
চাঁদ না পূজিলে তবে,

কভু কোন কালে ধ্রুব সে দেবীর
সংসারে পূজা না হ'বে।
সদাগর-পূজা পাইতে মনসা
বহুবিধ যত্ন করে,
পূজা তো দূরের, চাঁদ নিশিদিনে
করে ঘৃণা মনসারে।
নানামত কষ্ট, কত বা লাঞ্ছনা
দেয় দেবী সদাগরে,
ক্রমে ক্রমে তাঁর ছয়টি তনয়
মনসার কোপে মরে।
শেষ পুত্র তাঁ'র নামে লক্ষীন্দর
অতুল রূপের ছবি,
চোকে চোকে তাঁরে সদাগর-জায়া
রাখেন সনকা দেবী।
বাসরঘরেতে সাপের দংশনে
মরিবেক লক্ষীন্দর,
বলিলে গণক, শুনিয়া চিন্তিত
হ'ল বড় চন্দ্রধর।

ক্রমে লক্ষ্মীন্দর হইলেন বড়
বিবাহ কারণে তবে,
উতলা হইল সদাগর-জায়া
চাঁদ মনে শঙ্কা ভাবে।
বিধির বিধান কে পারে খণ্ডাতে ?
তবে ক্রমে সদাগর,
বধূ-অন্বেষণে প্রেরিল ঘটক
যত দেশ-দেশান্তর।
নিছনি গ্রামেতে সায় সদাগর
অতি বড় ধনপতি,
বেহুলা নামেতে তনয়া তাঁহার
বড় রূপ-গুণবতী।
বেহুলার সহ বিবাহ পুত্রের
স্থির করি' চন্দ্রধর,
বহু যত্ন ক'রে নির্ম্মাইল এক
লোহার বাসরঘর।
লক্ষ্মীন্দর তবে বিবাহ করিয়ে
বেহুলারে সঙ্গে ক'রে,

যাপিতে যামিনী করিলা প্রবেশ
সে লৌহ বাসরঘরে।
পতি-ভবিতব্য জানিয়া বেহুলা
মনেতে শঙ্কিত অতি,
নিদ্রিত পতির চরণের পাশে
বসিয়া জাগিলা সতী।
ক্ষণেক পরেতে জাগিয়া লখাই
হইল ক্ষুধিত অতি,
ভাত রাঁধিবারে ঘুমের ঘোরেতে
বলিল বেহুলা প্রতি।
স্বামীর আদেশ অলঙ্ঘ্য জানিয়ে,
অমনি বেহুলা সতী,
বরণডালার অন্নাদি লইয়ে
হইলা রন্ধনে ব্রতী।
মনসা-কৌশলে সে লৌহ-ঘরেতে
ক্ষুদ্র এক রন্ধ্র ছিল,
সেই রন্ধ্র দিয়া মনসা-আদেশে
এক সর্প প্রবেশিল।

কৌশলে বেহুলা সেই কালসাপে
'সঁ রাসে' আবদ্ধ করে,
তিন প্রহরেতে তিনটি সাপেরে
বাঁধিলা এ ভাবে ঘরে !
রাঁধি' অন্ন সতী ডাকিলা পতিরে,
কিন্তু সেই লক্ষ্মান্দর
নাহি দিল সারা, ভাঙ্গিল না তাঁ'র
বিষম ঘুমের ঘোর।
ভাবিতে ভাবিতে রজনীশেষেতে
পড়িল বেহুলা ঘুমে,
সে ঘরেতে সেই ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া
গেল কালসর্প ক্রমে।
ঘুমের ঘোরেতে লখাপদদ্বয়
লাগিল সাপের গায়,
অমনি ভুজঙ্গ পলাইল ফিরে
দংশিয়া লখার পায়।
বিষের জ্বালায় জাগিল লখাই,
আইল সকলে দৌড়ে;



স্বামীদেহ ধরে ভেলার উপরে ভাসিল স্বামীর সনে।

ক্রন্দনের রোল উঠিল চৌদিকে,
লখা ক্রমে দেহ ছাড়ে।
হাহাকার করে চাঁদ সদাগর,
সনকা আছাড় খায়,
"বিবাহের রেতে পতিরে খাইল"—
নিন্দে সবে বেহুলায়।
সাপের মড়ারে করেনা দাহন,
লখাইর দেহ তাই,
ভেলায় করিয়ে "গাঙ্গুড়ের "জলে
ভাসাইল যে সবাই।
তবে পতিব্রতা বেহুলাসুন্দরী
কা'রো বাধা নাহি শু'নে,
স্বামীদেহ ধরে ভেলার উপরে
ভাসিল স্বামীর সনে।
বিস্মিত সকলে বলে বেহুলারে
"মেয়েটা পাগল বটে,
মড়া পতিসনে কেন যায় ভেসে ?"
হাসিল সকলে তটে।

শাশুরী-শ্বশুরে সে ভেলা হইতে
প্রণাম করিয়া সতী,
আশীস মাগিল—"স্বামীর চরণে
থাকে যেন সদা মতি।"
লজ্জা, ভয় আদি বেহুলার প্রাণে
নাহি কিছু আজি আর,
পতিধ্যান করি' ভাসিতে ভাসিতে
চলে সতী ভেলা' পর।
চম্পক নগরে আজি ঘরে ঘরে
বিস্মিত হইল সবে,
কহিল সকলে—"নিশ্চয় বেহুলা
সীতা কি সাবিত্রী হবে।"
ভাসিয়া ভাসিয়া বেহুলা যাইল
নিছনি-নগরঘাটে,
মাতা, ভ্রাতা তাঁ'রে বলিল ফিরিতে
আছাড় খাইয়া তটে।
শ্বশুর, শাশুরী, পিতা, মাতা, বোন্
সব মায়া সতী ঠেলে,

"বাঁচে যদি পতি ফিরিব আবার,
নৈলে এই শেষ"—বলে।
মৃত পতিদেহ কোলেতে লইয়া,
চলে সতী ধীরে ভেসে,
পচে দেহ, সতা জপে মনসায়
"বাঘের বাকেতে" এসে।
দু' পায়েতে গোদ, কৈবর্ত্ত জাতিতে
মৎস্যজীবী এক স্থলে,
সে অতুল রূপ দেখি' বেহুলার
ঝাঁপিয়া পড়িল জলে।
চারিটি গৃহিণী থাকিতে সে গোদা
বেহুলায় পেতে ধায়,
চায় সতী রোষে, ডোবে গোদা জলে
সতীর তেজেতে হায়!
ধনা-মনা নামে যায় দুই ভাই,
বেহুলারে দেখি' ভোলে,
কে পাইবে নারী—ঝগড়া করিয়া
মরিল ডুবিয়া জলে।

হেনমতে বহু শত্রু-গ্রাস হ'তে
উতরিল সতী হেলে,
অনন্ত বিপদ উতরে রমণী
শুধু সতীত্বের বলে।
'মাছিতা' পড়িল, লাগিল গলিতে
সেই শবদেহ ধীরে,
শিথিল হইল ভেলা খানি ক্রমে—
খ'সে বুঝি ডোবে নীরে।
ঝড়-বৃষ্টি শত মাথার উপরে
রাতি হ'লে শত ভয়—
হেন ভয়ঙ্কর ভাবে বেহুলার
ছয় মাস গত হয়!
মৃত পতি-দেহ হ'ল মাংস শূন্য
হাড়গুলি মাত্র সার,
তাহাই বুকেতে লইয়া বেহুলা
ভাসিলা জলের 'পর।
পতিগতপ্রাণা বেহুলা সতীর
হেন পতিভক্তি হেরে,

স্তম্ভিল ব্রহ্মাণ্ড, ধন্য ধন্য রব
উঠিল জগত ভ'রে।
ছয় মাসে এল বেহুলার ভেলা
নেতা ধোপানীর ঘাটে,
ছল করি দুর্গা ধোপানীর বেশে
দাঁড়িয়ে আছেন তটে।
নেতাকে হেরিয়া বেহুলার মনে
জাগিল সন্দেহ বড়,
স্বামীর লাগিয়া স্তুতিলা নেতারে
দুই হাত করি' যোড়।
তুষ্ট হ'য়ে নেতা কহে বেহুলারে
"তুমি ধন্য সতীকুলে,
দেবাসুর-নরে করিলা স্তম্ভিত
অপার সতীত্ব-বলে।"
এত বলি নেতা বেহুলারে নিয়ে
গেলা চলি স্বর্গপুরে,
বেহুলারে হেরে যত দেবগণ
ধন্য ধন্য রব করে।

বেহুলা সতীর হৃদয়ের বল
পরীক্ষিতে আরো তবে,
সে দেবসভায় নাচিতে সতীরে
আদেশিলা সব দেবে।
বেহুলা কহিল—"পতির কারণ
পারে সতী সব ভবে"—
কহি তবে সতী লাগিলা নাচিতে,
স্তম্ভিত হইল সবে।
তবে মহাদেব করিলা সতীরে
পতির জীবন দান,
যোড়ি' দুই কর মাগে সতী বর—
ছয়টি ভাসুর-প্রাণ।
ভাসুর সকলে পতির সহিতে
লইয়ে শ্বশুর-পুরে,
আইল বেহুলা আনন্দের স্রোতঃ
বহিল নগর ভ'রে।
সুমতি হইল, চাঁদ সদাগর
তবে মহা আড়ম্বরে,

ভক্তি-ভরাপ্রাণে নানা উপচারে
পূজিলেন মনসারে।
পুত্র, ধন, জন লয়ে সদাগর
সুখেতে সংসার করে,
সতীর মূরতি আপনি বেহুলা,
সতীগণ পূজে তাঁ'রে।
বেহুলার হেন পবিত্র কাহিনী
শোনে যেই ভক্তিভরে,
সব পাপ ঘোচে অন্তিমেতে সেই
যায় সুখে স্বর্গপুরে।



খুল্লনা ।

উজানী নগরে ছিল ধনপতি সদাগর,
ধন-ধান্যে পূর্ণ তাঁ'র থাকিত সতত ঘর।
লক্ষ্মী যেন বাঁধা সদা আছিল দ্বারেতে তাঁ'র-
লক্ষ্মীবরপুত্র ব'লে ছিল ভবে খ্যাতি যাঁ'র।
লহনা নামেতে ছিল সেই ধনপতি-জায়া,
সতত থাকিত কাছে কায়াসনে যথা ছায়া।
ইছানী নগরে ছিল লক্ষপতি সদাগর,
রম্ভাবতী তাঁ'র জায়া—যেন শচী-পুরন্দর।
তাঁহাদের একমাত্র দুহিতা খুল্লনা নামে.
রূপ যেন মূর্ত্তিমতী হ'য়ে জন্মে মর্ত্ত্যধামে।
লহনার খুল্লতাত-ভগ্নী সেই রূপবতী,
বিবাহ করিল তা'রে পুনঃ সেই ধনপতি।
লক্ষ্মী-সরস্বতী সম তবে দুই পত্নীসহ,
সুখে ঘর সদাগর করিছেন অহরহ।
লহনা-খুল্লনা দোঁহে ভগ্নী-প্রেমে বাঁধা রয়,
উভয়ের ভালবাসা বড়ই প্রবল হয়

লহনা পরম যত্নে খুল্লনারে অবিরত,
সাজায়-পরায় সুখে আদরেন নানা মত।
খুল্লনাও লহনারে সদা ভক্তিভরাপ্রাণে,
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত করে সেবা প্রাণপণে।
এ হেন দ্বিপত্নী যাঁ'র থাকে গৃহে ভাগ্যফলে,
বহু একপত্নী-ভর্ত্তা সুখী নহে তাঁ'র স্থলে।
কতদিনে ধনপতি বিদেশেতে যাত্রা করে,
দুর্ব্বলা নামেতে দাসী রহিল তাঁহার ঘরে।
সপত্নী-প্রণয় দেখি' দুর্ব্বলা ভাবিলা তবে,
দু'জনার র'লে প্রেম সুখ তা'র নাহি হ'বে।
এই হেতু দুষ্টা দাসী করিয়া কৌশল যত,
লহনা-খুল্লনামাঝে ঝগড়া বাঁধায় শত।
মন্ত্রণায় দুর্ব্বলার খুল্লনাসুন্দরী মজে,
ছাগল চড়া'য়ে ফিরে সতত কাননমাঝে।
লহনার যন্ত্রণাতে এই ভাবে সে রূপসী,
অতি কষ্টে যাপে কাল নানা স্থানে দিবানিশি।
কতদিনে লহনার সুবুদ্ধি জাগিল চিতে,
উভয়ে মিলিল পুনঃ ক্ষমা মাগি' উভয়েতে।

ধনপতি এল ফিরে নিজগৃহে কিছু দিনে,
লহনা-খুল্লনা দোঁহে সেবা করে প্রাণপণে।
পত্নীদের বিসম্বাদ, আবার মিলন—যত,
সকল সংবাদ সাধু হইলেন পরিজ্ঞাত।
কতদিনে ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধ আরম্ভিল,
আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি—সকলেরে নিমন্ত্রিল।
"লহনার সঙ্গে করি' খুল্লনা কলহ কত,
বনে বনে ছাগ নিয়ে বেড়াইল অবিরত"—
ইহাতে সকলে করে নানামত কাণাকাণি,
প্রমাণ গণিল মনে ধনপতি ইহা জানি।
"খুল্লনাসুন্দরী যদি সতী-সাধ্বী নারী হয়,
সভাতে পরীক্ষা হ'ক"—সকলেই ইহা কয়।
"সতীত্বে সন্দেহ হ'লে নারীর জনমে ধিক্"—
বলিয়া খুল্লনা তবে চলিলা সভার দিক্।
ভগবানে স্ম'রে ধনী পরীক্ষা দিবার তরে,
স্বামীপদে রেখে মতি দাঁড়াইলা নতশিরে।
কালসর্প শিরে হাত প্রদানিলা প্রথমেতে,
পরেতে লইলা সতী জ্বলন্ত লৌহেরে হাতে।

তপ্ত ঘৃত হাতে তুলি' লইলা ধর্ম্মের বলে,
তবু লোকে কত ছলে কত মত কথা বলে।
অবশেষে জতুগৃহে করিলা প্রবেশ ধনী,
অগ্নিতে দগধ হ'ল সেই ক্ষুদ্র ঘর খানি।
হাহাকার করে শোকে ধনপতি সদাগর,
আছাড়িয়া পড়ে ভূমে' কাঁপে তাঁ'র কলেবর।
খুল্লনাসুন্দরী হৃদে জপি' পতিপদ তবে,
জ্বলন্ত অনলে বসি' রহিলা হেলায় এবে।
দগ্ধ হ'য়ে গৃহখানি হ'ল অগ্নি নির্ব্বাপিত,
বাহিরিলা সতী তবে অগ্নিদগ্ধস্বর্ণমত।
স্তম্ভিত হইল সবে, ধন্য ধন্য রব করে,
কে দেখেছে হেন দৃশ্য থাকি এই চরাচরে?
সতীত্বের বলে নারী ব্রহ্মত্ব লভিতে পারে,
অসাধ্য সাধিত হয় শুধু সতীত্বের জোরে।

—:০:—

পদ্মিনী।

লক্ষ্মণ সিং নামে বালক ভূপতি,
মিবার রাজ্যের ছিল অধিপতি ;
খুল্লতাত ভীম রাজকার্য্য যত,
যশের সহিত করিত নিয়ত।
চোয়ান-বংশীয় হামির দুহিতা,
পদ্মিনী আছিল তাহার বণিতা।
পদ্মিনীর মত রূপসী সে কালে,
ছিল নাকো কেহ এই ধরাতলে ;
রূপে-গুণে বামা এই ভূমণ্ডলে,
শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল রমণীর কুলে।
বিষ্ণু-কণ্ঠে যথা কৌস্তুভভূষণ,
ভীমকণ্ঠে ছিল পদ্মিনী রতন।
সে আলাউদ্দিন মুসলমান রাজা,
বীর্য্য, শৌর্য্যে ছিল ভূমে মহাতেজা।
সেই মহীপাল আক্রাম্ম' মিবার,
করিতে লাগিলা সব ছারখার।

পদ্মিনীর রূপকথা ক্রমে জানি',
লুব্ধ হ'ল আলা পে'তে তার পাণি।
"পদ্মিনী পাইলে ত্যজিব এ দেশ"—
প্রচারিল নৃপ এরূপ আদেশ।
পরে কতদিনে কৌশল করিয়া,
বন্দী করে ভীমে শিবিরে পাইয়া।
"পদ্মিনী পাইলে ভীম মুক্ত হ'বে,"
আলাদিন ইহা কহিলেন সবে।
শুনিয়া পদ্মিনী গণিল প্রমাদ,
ছল করি' তবে পাতিলেক ফাঁদ।
প্রচারিলা সতী আলাদিন পাশে—
যাইবেন ধনী তাঁহার সকাশে।
পতীর কারণ সতীত্ব-রতন,
দিবে ডালি সতী করিল রটন।
পদ্মিনী আলারে করে অনুরোধ,
যেতে দূরে ত্যজি' দেশ-অবরোধ ;
রাণীর উচিত সম্মান রক্ষিতে,
বহু নারী যাবে বহু শিবিকাতে।

হর্ষে আলাদিন দিলেন সম্মতি,
শিবিকাতে যত সেনা-সেনাপতি
লুকায়ে পশিল আলার শিবিরে ;
পুনঃ আলাদিন ভীমে আজ্ঞা করে,—
দণ্ডেকের তরে শেষ দেখা দিতে,
পদ্মিনী-সকাশে অচিরে যাইতে।
ভীমসিংহ তবে পদ্মিনী সহিতে,
পলাইল বেগে চড়ি শিবিকাতে।
মিবারের যত সৈন্য সে শিবিরে,
আক্রমিল এবে আলার সেনারে।
আলা'দিন তবে বুঝিল চাতুরী,
ক্রোধে তাঁর অঙ্গ কাঁপে থরথরি।
কিন্তু কুবাসনা মিটিল না আর,
হ'ল পরাজিত যুদ্ধে এই বার।
কতদিনে পাপী পুনঃ হিংসাবশে,
আক্রমে মিবার দ্বিগুণ উল্লাসে।
রক্ষিতে সতীত্ব পদ্মিনী এবার,
গণিয়া প্রমাদ হইল কাতর।

কিন্তু সতী ভবে সতীত্ব রক্ষিতে,
পারে অনায়াসে সকলি করিতে।
পদ্মিনীও তাই 'জহরতেব্রতে',
ঝাঁপিলা জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডেতে।
দেখাইলা সতী জগত জনে,
রক্ষে আর্য্যনারী সতীত্ব কেমনে।
সতীত্ব রক্ষিতে আপন জীবন,
নাহি ডরে সতী দিতে বিসর্জ্জন।

কর্ম্মদেবী।

মহিল-বংশীয় খ্যাত অরিন্ত নগরে,
ইন্দ্রতুল্য মরে.
নৃপেন্দ্র মাণিক রায় আছিল ভারতে,
রাজার কুলেতে।
কর্ম্মদেবী নামে সুতা ছিল সে রাজার
রূপের আধার।
রাঠোর-বংশীয় রাজা নামে মহাবল
অরণ্যকমল.

তাঁ'র সহ সে কন্যার বিবাহবন্ধন
হইল কথন।
পুগলরাজ্যের রাজা অনঙ্গকুমার
সাধু নাম তাঁ'র।
সাধুর বীরত্ব-গুণে মাণিক ভূপতি
হ'ল মুগ্ধ অতি।
সাধু-করে কন্যা রাজা কৈলা সমর্পণ,
পুলকিত মন।
কর্ম্মদেবী সঙ্গে ক'রে সাধু গৃহপানে,
চলে হৃষ্ট-মনে।
অরণ্যকমল তাঁরে পথে হিংসাবশে,
আক্রমিল এসে।
কর্ম্মদেবী উৎসাহিল পতিরে তখন,
করিবারে রণ।
সতীত্ব রক্ষিতে সতী নির্ভয় অন্তরে,
সাজিলা সমরে।
কিন্তু সাধু গ্রহদোষে সমর-প্রাঙ্গণে,
ত্যজিলা পরাণে।

কর্ম্মদেবী তবে স্বীয় সতীত্ব রক্ষিতে,
নিয়ে অসি হাতে
কাটি' বাহু এক, শেষ উপহার তরে
পাঠা'ন শ্বশুরে।
অন্য বাহু পাঠাইলা সতী শোকভরে,
মহিল কবিরে।
অতঃপর করি' সতী চিতা আরোহণ,
ত্যজিলা জীবন।
বধূ-বাহু দগ্ধ করি' পুগল ভূপতি,
শোকভ'রে অতি,
"কর্ম্মদেবী সরোবর"—কাটান ত্বরাতে,
সতীর-স্মৃতিতে।
সতীধর্ম্ম রক্ষিবারে স্বার্থত্যাগ হেন
জগঅনুপম।
হেরি' মুগ্ধ হল সবে—গাইল ধরণী
সতীর কাহিনী।
কর্ম্মদেবী সম সতী জন্মে দেশে যেই,
ধন্য দেশ সেই।

রাণিকাদেবী।

সিন্ধুদেশে পওয়ারপত্তনেতে ছিল
রাজপুত রাজা,
রোয় পওয়ার নাম, রাণিকা আছিল
তাঁহার আত্মজা।
লক্ষণাদি তা'র যত করিয়া বিচার
জ্যোতির্ব্বিদগণে,
"কু-লক্ষণা কন্যা এই কর পরিত্যাগ"—
কহে রাজস্থানে।
রাজচরগণ তবে নিয়ে সে কন্যায়
রেখে আসে বনে,
হর্ম্মতিয়ো কুম্ভকার পাইয়ে তাহারে
লইল যতনে।
কুম্ভকারঘরে কন্যা শশিকলা সম
প্রতিদিন বাড়ে,
সিন্ধু-রাজপুত্র তবে হইল উন্মত্ত
সেই রূপ হে'রে!

ভয়ে হর্ম্মতিয়ো ত্যজি' সেই সিন্ধুদেশ
লইয়ে বালারে,
চুঁড়স্থমারাজদেশে করিল প্রস্থান
আশ্রয়ের তরে।
জুনাগড়রাজা রাও খেঙ্গারের দেশে
গ্রাম মুজে'য়ারী,
হর্ম্মতিয়া গিয়ে তথা করয়ে নিবাস
লইয়ে কুমারী।
সিধরাজ জয়সিংহ "পত্তন"-সম্রাট
তবে কিছু দিনে,
রাণিকার অপরূপ রূপের বারতা
শুনিলেন কাণে।
বিবাহ-মানসে তবে আপনি সম্রাট
সে কন্যা-রতনে,
রাজ্যের 'চারণগণে' করিলা প্রেরণ
হর্ম্মতিয়া স্থানে।
লোভে, ভয়ে হর্ম্মতিয়া তবে এইবার
করে বাক্‌দান,

আনন্দ-সাগরে খেলে আশার সাঁতার
সম্রাটের প্রাণ।
যায় কতদিন তবে দেহুল-বিহুল
রাজ পুত্রদ্বয়,
নেহারি' কন্যার রূপ আপন মাতুল
খেঙ্গারেরে কয়।
রাজারাও খেঙ্গারের আদেশে দেহুল
বলেতে কন্যারে,
হরিয়া লইয়া দম্ভে যেয়ে জুনাগড়ে
দিল মাতুলেরে।
মহা আড়ম্বরে তবে নৃপতি খেঙ্গার
রাণিকা রূপসী
বিবাহ করিয়ে, সুখে তাঁহার সহিত
যাপে দিবা নিশি।
ক্রমে এ বারতা পশে জয়সিংহ স্থানে,
ক্রোধে মহীপাল,
খেঙ্গারের রাজ্য সব কৈলা আক্রমণ
নিয়ে সেনাদল।

দ্বাদশ বরষ ব্যাপি' দুই পক্ষমাঝে
চলিল সমর,
দেহুল রাজ্যের লোভে সিধরাজসহ
মিলে অতঃপর।
অতুল বিক্রমে যুঝি খেঙ্গার সমরে,
ত্যজিলা জীবন,
শিশু রাজপুত্রদ্বয়ে গুপ্ত ভাবে ভূপ
করিলা হনন।
রাণিকা বন্দিনী হয়ে সিধরাজপুরে
করিল গমন,
সিধরাজ জয়সিংহ তা'রে প্রাণপণ
করেন যতন।
কিন্তু পতি বিনা সতী-জীবনেরভার
অসার ধরায়,
ঐশ্বর্য্য-বিলাস-ভোগ, রাণিকার পাশে
তুচ্ছ সমুদয়।
জীবনে মরিয়া তবে রাণিকাসুন্দরী
কাটে কিছু কাল,

সম্রাটেরে পাণিদান করিতে, রাণীরে
যাচিলা ভূপাল।
নরপদ-ধ্বনি শুনি' সুপ্ত-সর্প যথা
উঠে গরজিয়া,
তেমতি রাণিকা গর্জ্জে নৃপতির পানে
লজ্জা ত্যায়াগিয়া—
"নিরলজ্জ! কাপুরুষ! ক্ষত্রিয় অধম!
শত ধিক্ তোরে।
একমাত্র পতি গতি জীবনে-মরণে
সতীর সংসারে।
পতিবিনা অন্য জনে স্বপনেও কভু
সতী নাহি ভাবে,
পতিময় প্রাণ সদা সুখ-দুঃখভোগে
সতী ধরে ভবে।
সতী-শাপে দগ্ধ হ'তে যদি নাহি চাও
কর পলায়ন,
পাপমুখে পাপকথা নাহি যেন আর
করিহে শ্রবণ।"

ক্ষত্রিয়-শোণিতেপূর্ণ রাণিকারচিত,
বুঝিলা রাজন,
লজ্জাপেয়ে, সতী-পাশে ক্ষমাভিক্ষা নৃপ
মাগিলা তখন।
সতীর আদেশ মত উধাওনপুরে
করি' সবিশেষ,
সুচারু আবাস নির্ম্মি' রাণিকারে তবে
প্রেরিলা নরেশ।
জল বিনা মৎস্য-প্রাণ ধরে কত দিন?
সতীও তেমন,
প্রাণাধিক পতি বিনা পারে কি কখন
ধরিতে জীবন?
রাণিকা দেবীও যেয়ে উধাওনপুরে
চিতা সাজাইয়া,
ত্যাজিয়া নশ্বরদেহ স্বরগধামেতে
যাইলা চলিয়া।

জয়মতী।

আসাম দেশের রাজা
চক্রধ্বজ মহাতেজা,
সুখেতে শাসিয়া প্রজা,
গেলা চলি' স্বর্গধামে ত্যজি' দেহভার।
অরাজক হ'ল দেশ,
না রহিল শান্তিলেশ,
শত্রু করে প্রাণ শেষ
হ'ল একে একে রাজপুত্র ছ' জনার।
চুনিকফা নামে শেষে
সব রাজপুত্রে নে'শে,
এক রাজা হ'ল দেশে
ডাকিত সকলে "লরারাজা" বলি' তাঁ'রে।
তাঁহারি আদেশ মত,
রাজপুত্র ছিল যত,
একে একে হ'ল হত
সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার তরে।

তুঙ্গ-খঙ্গীয়ার বংশে,
গদাপাণি নামে শেষে,
রাজপুত্র এক দেশে
অতি কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিলা নিজের।
জয়মতী নামে তাঁর
সাধ্বীপত্নী গুণাধার,
দুইটি কুমার আর,
লয়ে গদা প্রবেশিলা পর্ব্বত-কন্দর।
এই কথা কত দিনে
লরারাজা শুনি কাণে,
প্রমাদ গণিলা মনে,
গদারে ধরিতে ত্বরা পাঠাইলা চর।
রাজপুত্র গদাপাণি,
লোকমুখে ইহা শুনি'
বড়ই বিপদ্ জানি,
পলাইলা অবিলম্বে পর্ব্বতভিতর।
রাজার চরেরা সবে,
জয়মতীর বাঁধি এবে

করিল জিজ্ঞাসা তবে,
আরম্ভিল অত্যাচার বিবিধ প্রকার !
লরার আদেশ মত,
রাজচর শত শত,
দিল যে যাতনা কত,
শুধু জানিবার তরে সন্ধান গদার।
উলঙ্গ করিয়া তা'রে
সাতটি দিবসভ'রে,
সবে বেত্রাঘাত করে,
কিন্তু সতী পতি তরে সহে কষ্টভার।
সপ্ত নিশি-দিনভ'রে
রাণী জয়মতী ধীরে,
সব জ্বালা সহ্য করে,
তবু নাহি বলে সতী পতি-সমাচার।
ভার্য্যা-কষ্টকথা শুনি'
ছদ্মবেশে গদাপাণি
এসে, বক্ষে কর হানি'
কহে—"প্রিয়ে, কহ সবে মম পরিচয়।"

কিন্তু সতী অতি ধীরে
কহিল বিনয় ক'রে—
"যাও প্রভো, চলি' দূরে,
হেথা ক্ষণকাল থাকা উচিত না হয়।
"দুঃখ-জ্বালা এ সংসারে,
সব সতী অকাতরে,
পারে স'তে পতিতরে,
সুখে র'লে পতি, সতী কষ্ট নাহি পায়
সতীর যন্ত্রণা হে'রে,
সবার নয়ন ঝরে ;
দেশবাসী রোষভরে
প্রতিশোধ লইবারে একযোগে ধায়।
সবে হ'লে উত্তেজিত,
লরারাজা হ'ল হত,
দেশবাসী মিলি' যত,
গদাপাণি-সুকুমারে দিল সিংহাসন,
জয়মতী রাণী হয়,
ধন্য ধন্য সবে কয়,

জয় সতীনারী জয়,
গাইল সকলে তবে পূরিয়া ভুবন !

অহল্যাবাই।

ভারতের মালবদেশেতে, পাথরডী গ্রামের মাঝেতে,
মহারাষ্ট্র সিন্দেকুলে ছিল ভাগ্যধর
আনন্দরা' নামে খ্যাত চরাচর,
ছিল সে কৃষকপ্রবর।
নিঃসন্তান বলিয়া আনন্দ, থাকিতেন সদা নিরানন্দ,
বহু তপস্যায় শেষে লভে কন্যাধন,
অহল্যা নামেতে বিদিত ভুবন,
আনন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন।
ইন্দোরের খ্যাত মহারাজা, হোলকারবংশে মহাতেজা,
নামে মহল্লারাও বিদিত ভারতে,
তা'র পুত্র খণ্ডেরাওর সহিতে,
মিলিলা অহল্যা বিবাহেতে।
নবম বরষ বয়সেতে, গেলা বালা শ্বশুরঘরেতে,
কিন্তু রাজবধূ হ'য়ে অহল্যা সতত,

করিত স্বহস্তে গৃহকার্য্য যত,
ধর্ম্মকার্য্যে থাকিতেন রত।

শ্বশুর, শাশুড়ী আর পতি, সেবিতেন প্রাণপণে সতী
সাধ্বী-বধূরাণী-গুণে সবে মুগ্ধ হ'ল,
অহল্যার যশঃ চৌদিকে রটিল,
শতকণ্ঠে সকলে গাইল।

কিন্তু হায় পাপগ্রহদোষে, অষ্টাদশ বরষ বয়সে,
এক পুত্র এক কন্যা লইয়ে বিধবা
হইলা অহল্যা, গেল পতিসেবা,
নিয়তির গতি বুঝে কেবা ?

পতি-সঙ্গে সহমৃতা হ'তে অহল্যা সংকল্প করে চিতে,
কিন্তু মহল্লাররাও নিবারে তাঁহারে,
বলে "পুত্র গেল ফেলিয়ে আমারে,
কিসে বাঁচি হারা'লে তোমারে ?

"পতিসহ স্ত্রীর প্রাণে মরা, কিংবা চিরব্রহ্মচর্য্য করা—
কর্ত্তব্য সতত ইহা হিন্দু বিধবার,
ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠ বটে মাঝেতার,
ব্রহ্মচর্য্য সকলের সার।

"স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান করি হৃদে, রেখে মতি মৃত পতিপদে
ত্যজিয়া বিলাসভোগ যাঁপিবেক কাল,
পরহিতে ব্রতী রবে চিরকাল,
(এই) বিধবার ধর্ম্ম সদাকাল।"

শ্বশুরের উপদেশ মত, অহল্যা করিলা স্থিরচিত,
ক্রমে সে শ্বশুর, পুত্র গেল পরলোকে,
অহল্যা ভাসিয়া দুর্ণিবার শোকে
রাজ্যভার লইলা মস্তকে।

প্রজাগণে সতী সবিশেষে, পালিলেন পুত্র-নির্ব্বিশেষে,
অহল্যা 'আদর্শ রাণী' হইলা ভারতে
'রাণী মাই' বলে সবে পূজে চিতে,
রাণী সদারত র'ন পরহিতে।

রাজপথ, দেবতা-মন্দির, আশ্রম, আবাস অতিথির,
দাতব্য চিকিৎসালয়, ভারত জুড়িয়া
শত শত রাণী দিলেন গড়িয়া।

তীর্থে ২ নগরে, নগরে, গ্রামে ২ আশ্রমে, প্রান্তরে,
হিমালয় হ'তে কুমারিকা অন্তরীপে,
ছড়াল আলোক রাণী পুণ্য-দীপে,

হৃদে রাণী পতি-পদ জপে।
ভারতের শ্রেষ্ঠ রাণী হ'য়ে, অতুল বিভব সব পেয়ে,
সংসারের সুখ হেলে ঠেলিলেন পায়,
পরহিতে রাণী জীবন ভাসায়,
স্বামী-মূর্ত্তি হৃদয়ে ধেয়ায়।
দিবাশেষে ফল-মূল খেয়ে, সুখভোগ সকল ত্যজিয়ে,
নবীন বয়সে রাণী ব্রহ্মচর্য্য ক'রে
দেখা'ল দৃষ্টান্ত যত বিধবারে,
সতী প্রাণ ধরে পতিতরে।

— o——

সারাবিবি।

ব্যাবিল দেশে বাদসা ছিল, নম্রুদ নামে খ্যাত,
তা'র রাজ্যেতে করিত বাস, ইব্রাহিম হজ্রত।
বাদসা সনে, ধর্ম্মের মতে, বিষম দ্বন্দ্ব বাঝে,
হজ্রত তা'তে, নিক্ষিপ্ত হ'ল, অনলকুণ্ড মাঝে।
ভগবানের পরমভক্ত আছিল সাধুবর,
অনলকুণ্ডে বাঁচল প্রাণে, এমনি পুণ্য-জোর!
কতক দিনে সে ইব্রাহিম, বিবাহ করে তবে,

সারা নামেতে দিব্য রমণী, রূপের খণি ভবে।
শ্বশুর সনে পুনঃ তাঁহার হইল ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব,
লইয়ে সারা, মিসর দেশে, চলিলা ধর্ম্মানন্দ।
পথের মাঝে ধার্ম্মিকবর শুনিল এক কথা,
সেই দেশেতে পাপী বাদসা করেছে এক প্রথা—
বিদেশ হ'তে যাবে যে সেথা সুন্দরী নারী ল'য়ে,
বাদসাচরে সেই নারীরে, যাইবে বলে নিয়ে!
সঙ্গীপুরুষ হইলে পতি, যাইবে তা'র প্রাণ,
ভাই হইলে তাড়িত হ'বে, না পা'বে দেশে স্থান।
জানিয়ে ইহা সে ইব্রাহীম, প্রমাদ গণে মনে,
ঈশ্বরস্ম'রে, পতি-পত্নীতে চলিল ভীত প্রাণে।
কতকক্ষণে বাদসাচরে সেথায় দেখা যায়,
ভ্রাতা-ভগিনী বলিয়ে দোঁহে দিলেন পরিচয়।
বল করিয়ে বাদসাচরে, সারায় নিয়ে গেল,
উপায় হীন হইয়ে সাধু পাগল প্রায় হ'ল।
পাপী বাদসা, রূপের খণি সারাসুন্দরী হেরি,'
ধরিতে তায় উদ্যত হয় ধর্ম্মের ভয় ছাড়ি'।
সতীর মণি সারা রূপসী পতিরে স্মরে মনে,

বাদসাররূপ, ধন, ঐশ্বর্য্য, না চায় তাঁ'র প্রাণে।
মনের দুখে ঈশ্বরে ডাকে পড়িয়ে দস্যুকরে,
বলে হে প্রভো, সতীর মান রাখিও কৃপা করে।
ধ্যান করিয়ে পরমেশ্বরে, রোষেতে সতী চায়,
পর্শিতে যেয়ে বাদসা ভূমে মূর্চ্ছিত হ'য়ে যায়।
এরূপ ভাবে বাদসা যত পর্শিতে যায় তাঁ'রে,
মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পড়ে, সতীর তেজোভরে।
বাদসা শেষে সারার পাশে সকল ক্ষমা চায়,
"সতীর জয়" সকল লোকে, দেশ ভরিয়ে গায়।

রাহিমা বিবি।

মুসল্মানসমাজেতে পুরাকালে
পয়গম্বর আয়ুবের ছিল,
তিনটি রূপসী জায়া, গুণেতে অতুলনীয়া,
রাহিমা সবার শ্রেষ্ঠা, হ'ল।
পতিগতপ্রাণা ছিল সে রমণী,
স্বামী ছিল তা'র সর্ব্ববল।
কুষ্ঠরোগে ক্লিষ্ট হ'ল প'গম্বর,

লাগিল বাড়িতে ব্যাধি,
আত্মীয়-বান্ধব যত, সবে হ'ল ভীত চিত,
গ্রামবাসিগণ বাদসাধি',
তাড়াইল আয়ুবেরে গ্রাম হ'তে
হ'ল তা'র কষ্ট নিরবধি।
প'গম্বর প্রবেশিলা বনমাঝে,
সঙ্গেতে রাহিমা গেল,
অন্য দুই জায়া তা'রে, পলাইল ভয়ে ছে'ড়ে,
এম্নি তা'র ভাগ্যফল!
কিন্তু সে রাহিমা সতী দিবানিশি,
সঙ্গেতে তাহার বল।
স্বামীর গলিতদেহ হ'তে সদা,
পুঁজ-কীট অবিরত
বহিত অজস্র ধারে, দুর্গন্ধেতে চারিধারে,
তিষ্ঠানই ভার হ'ত;
আয়ুবের দেহ হ'ল দিনে দিনে
কদাকারে পরিণত।
কিন্তু পতিগতপ্রাণা—রাহিমার

ভ্রূক্ষেপ না ছিল তায়,
আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে, সেবিত সে প্রাণপণে,
রে’খে মতি পতি-পায় ;
পতিব্রতাধর্ম্মাদর্শ ইহা হ’তে
কিবা আছে এ ধরায় !
গলিত, পলিত কিংবা কদাকার
হয় যদি পতি ভবে,
দেবতাজ্ঞানেতে তাঁ’রে, সতী নারী পূজা করে,
দ্বিধা কভু নাহি ভাবে ;
ইহাই সতীর ধর্ম্ম, পালে নিত্য
ভবে সতী নারী সবে।
রাহিমার পতিভক্তি অনুপম
হেরিয়া জগতপতি,
দয়া ক’রে আয়ুবেরে, ঘোর রোগে মুক্ত করে,
ধরণী গাইল গীতি—
সাধ্বীকুলশিরোমণি এই বিশ্বে
ধন্য সে রাহিমা সতী !

——(০)——

হাজেরা বিবি ।

মিশর দেশেতে দরিদ্রগৃহেতে,
রূপের ফোঁয়ারা, জন্মিলা হাজেরা
ভুবনমোহন ছবি ।
সে দেশভূপতি বাদসা কুমতি,
হাজেরার রূপে, দিলা মন সঁপে,
ভুলি' ধর্ম্মাধর্ম্ম সবি ।

পাপের লালসা পূরাতে বাদসা,
বলেতে হরিয়া, হাজেরা লইয়া,
রাখিলা আপন পুরে,
যদিও দুখিনী, দীন-ভিখারিনী,
(তবু) বাদসাবিভব, তুচ্ছ তাঁ'র সব,
আপন সতীত্ব-তরে ।

পরশিতে সতী, বাদসা কুমতি
বাড়াইলে হাত, যেন বজ্রপাত

গণিয়া মনেতে সতী,
গর্জ্জিলা সরোষে, সতী তেজোবশে,
ক্ষণকাল তরে, শঙ্কিত অন্তরে,
রহিল মিশর পতি।

লীলা বিধাতার বোঝে সাধ্য কার?
বাদসা মূরতি হ'ল কাষ্ঠাকৃতি,
চক্ষের পলক মাঝে;
কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়াকুলচিতে,
রক্ষা কর সতি, কহিলা ভূপতি,
ভীত হয়ে সতী-তেজে।

ডাকিলা ঈশ্বরে, হাজেরা কাতরে,
নিজ কলেবর, লভি' নৃপবর,
পুনঃ পাপে মতি হল,
আবার দু'হাতে সতীরে ধরিতে
বাদসা ধাইল, বিধি বাম হ'ল,
চক্ষু দুটি অন্ধ হ'ল।

ভূতলে লোটায়ে, প'ড়ে সতীপায়ে,
বাদসা কাঁদিল, সতী দয়া হ'ল,
এমনি সতীর প্রাণ !
হাজেরা ঈশ্বরে, বাদসার তরে,
পুনঃ স্তব ক'রে, কাতর অন্তরে,
দিল তার চক্ষু দান।

সতীতেজ হে'রে, বাদসা এবারে
ক্ষমাভিক্ষা মাগে হাজেরার আগে,
পড়ি সতী-পদতল,
ভিখারিনী মেয়ে হাজেরা হইয়ে,
রাজ-প্রলোভনে না মজিলা মনে,
এমনি সতীর বল।



পরিশিষ্ট।

১।

"অনৃতাবৃতু কালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃৎ পতিঃ।
সুখস্য নিত্যং দাতে ইহ-পরলোকে চ যোষিতঃ॥"

বিবাহকর্ত্তা পতি ঋতুকালে বা অন্য কালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই সুখদাতা হন, এবং কেবল ইহকালে নয়, পরন্তু স্বামী পরকালেও স্ত্রীলোকের সুখদাতা হন।

২।

"বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

শীল রহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া, সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিবেন।

৩।

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

স্ত্রীলোকসম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই; স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই—কেবল পতি সেবাদ্বারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন্ করেন।

৪।

পাণি গ্রহস্য সাধ্বী স্ত্রী জীবিতো বা মৃতস্যবা।
পতিলোক মভীপংসন্তী না চরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥

স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃতই হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতি-লোককামী হইয়া, কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না।

৫।

"কামস্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প-মূল-ফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু ন'মাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু॥

পতি মৃত হইলে, স্ত্রী বরং শুভ পুষ্প-ফল-মূলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু কখনও পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবেন না।

৬।

অসীতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম এক পত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥

যত দিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশ-সহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া—মধু-মাংস-মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের যে অনুত্তম পরমধর্ম্ম তৎপালনেই একাগ্র হইবেন।

৭।৮।

অনেকানি সহস্রাণি কুমার ব্রহ্মচারিণাম্।
দিবং গতানি বিপ্রাণাং অকৃত্বা কুলসন্ততিম্॥

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

অনেক সহস্র কৌমার-ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ, সন্তান উৎপাদন না করিয়াও, স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায়, অপুত্রা হইলেও সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

৯।

অপত্য লোভাৎ যাতু স্ত্রী ভর্ত্তারমতি বর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে ॥

যে স্ত্রীলোক সন্তান হইবার লোভে স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সে ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত ও পরত্র পতিলোক হইতে চ্যুত হয়।

১০।

পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বং উৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥

নিজের পতি অপকৃষ্ট অর্থাৎ ধন-মান-কুল-শীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিত হয়, সে ইহলোকেই নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে।

১১।

ব্যাভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্॥
শৃগাল যোনি প্রাপ্নোতি পাপরোগশ্চ পীড্যতে॥

পরপুরুষ উপভোগ দ্বারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয়া হয়, পরকালে শৃগাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং নানা প্রকার পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে।

১২।

পতিং যা নাভিচরতি মনো-বাগ্-দেহ সংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া, স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধুজনেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

১৩।

অনেন নারীবৃত্তেণ মনো-বাগ্-দেহ সংযতা।
ইহাগ্র্যাং কীর্ত্তিমাপ্নোতি পতিলোকং পরত্র চ॥

যে স্ত্রীলোক এইরূপে মনো-বাক্-দেহ সংযতা হইয়া নারী-ধর্ম্মে জীবন যাপন করেন, তিনি ইহলোকে পরমা-কীর্ত্তি লাভ করেন এবং পরকালে পতিলোকে গমন করেন।

১৪।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা নমন্যতে।

সাম্বৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥

যে স্ত্রী দরিদ্র, রোগী ও মূর্খ স্বামীকে অবজ্ঞা করে, সে মরিলে সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করে।

১৫।

কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যন্তি সন্ততং।

স্বামী কুৎসিৎ, পতিত, মূঢ়, দরিদ্র, রোগী, এবং জড় যাহাই হউক না কেন, কুলজাত স্ত্রীরা তাহাকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিবেন।

১৬।

"সুপুণ্যে ভারতবর্ষে পতিসেবাং করোতি যা
বৈকুণ্ঠে স্বামিনা সার্দ্ধং সা যাতি ব্রাহ্মণঃ শতং।"

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যে স্ত্রী পতিসেবা করে, সে স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠে যায়।

১৭।

পুত্রোবাপি পিতাবাপি বান্ধবো বা সহোদরঃ
যোষিত্যং কুলজাতানাং ন কশ্চিৎ স্বামিনঃ সমং।

পুত্র বল, পিতা বল, বন্ধু বল, সহোদর বল, স্ত্রীলোকের নিকট স্বামীর সমতুল্য কেহই নহে।

শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্য বিমনাঃ সদা।
সুপ্রীতাচ বিণিতাচ সা নারী ধর্ম্মভাগিণী ॥

অনুবাদ ঃ—

যে নারী বিণীত ভাবে প্রীতির সহিত,
পতিসেবা পরিচর্য্যা করেন সতত।
তিনিই ধার্ম্মিকা সতী পতি-অর্দ্ধাঙ্গিণী।
তাঁহারি সুযশে পূর্ণ দ্যুলোক-অবণী ॥

ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্ম্মভাগিণী ॥

অনুবাদ ঃ—কাম, ভোগৈশ্বর্য্য এবং সুখের বাসনা না করিয়া, যে নারী সতত পতি কামনাই করেন, সেই সতী নারীই স্বামীর ধর্ম্মভাগিণী হইতে পারেন।

পতি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।
পত্যাগতি সমানাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ ॥

অনুবাদ ঃ—

নারীর দেবতাপতি, পতি বন্ধু, গতি।
ভার্য্যার মঙ্গল তরে সদা তাঁর মতি ॥
এহেন পরমপূজ্য পতি-দেবতায়,
কায়মনোবাক্যে কিম্বা ভকতি শ্রদ্ধায়—
করিবে নিয়ত সেবা দাসী হয়ে তাঁ'র।
পতির প্রীতিতে প্রীতি সর্ব্ব দেবতার ॥

শ্রুত্বা দম্পতি ধর্ম্মং বৈসহ ধর্ম্মকৃতং শুভং।
যাভবেদ্ধর্ম্ম পরমা নারী ভর্ত্তৃ সমাব্রতা ॥
দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্ত্তারমনুপশ্যতি।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুলং প্রকর্ব্বতী ॥
বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখ দর্শনা।
অনন্যচিন্তা সুমুখী সা নারী ধর্ম্মচারিণী ॥

অনুবাদ ঃ—

দাম্পত্য ধর্ম্মের কথা করিয়ে শ্রবণ।
সম ধর্ম্ম পরায়ণা যে রমণী হ'ন ॥
ভর্ত্তাসহ করে সম ব্রতাবলম্বন।
স্বামী বশীভূতা হ'ন স্বামীতেই মন ॥
পতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজে নিরন্তর।
করেন সতত স্বামী সেবা-সমাদর ॥
পতিতেই প্রাণ-মন করি সমর্পণ।
হর্ষভরে সৎকার্য্যে সদা লিপ্ত র'ন ॥
সে নারী ভার্ত্তার সদা সুখের দর্শন।
সমধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মপত্নী হ'ন ॥

পতিপ্রিয় হিতেস্থিতা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুপমং সুখং ॥

অনুবাদঃ—যে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় ও হিতকার্য্যে লিপ্ত

এবং সদাচার পরায়ণা ও সংযতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে কীর্ত্তি ও পরকালে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হন।

পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা দৃষ্টা ক্রোধ চক্ষু সা।
সুপ্রসন্ন মুখী ভর্ত্তুঃ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী ॥

অনুবাদঃ—স্বামীকর্ত্তৃক যে স্ত্রী নিষ্ঠুর বাক্যে কথিতা এবং কোপচক্ষে দৃষ্টা হইলেও, ভর্ত্তার প্রতি সুপ্রসন্নমুখী থাকেন, সেই স্ত্রীই ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী হইতে পারেন।

এবং পরিচয়ন্তি সা পতিং পরম দৈবতং।
যশঃ শমিহ যাত্যেব পরত্রচ সলোকতাং ॥

অনুবাদঃ—যে স্ত্রী পতিকে দেবতা জ্ঞান করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যা করেন, তিনি ইহলোকে যশস্বিনী ও কল্যাণভাগিনী হ'ন এবং মৃত্যুর পরে তিনি পতির সহিত এক-লোকে বাস করিতে পারেন।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্ত কারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষ্যোযুস্তাঃ সুরক্ষিতা ॥

স্ত্রীলোকেরা আপ্ত পুরুষদেরকর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইলেও রক্ষিতা নহে। যাঁহারা আপনাহইতে আপনাকে রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।